দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 DEC 1985
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

026

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার সাফল্য সামান্যই হয়েছে বলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন মনিটারিং ও মূল্যায়ন ডিভিসনের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি, ড্রপআউটের সংখ্যা হ্রাস, ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং মেয়েদের আরও বেশি সংখ্যায় সক্ষম করার জন্য এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে নতুন ছাত্র ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল এক কোটি ৩৫ লক্ষ। কিন্তু এ সময় ছাত্র ভর্তি হয়েছে ৮৯ লক্ষ ২০ হাজার। এই কর্মসূচীতে দুই হাজার প্রাইমারী স্কুল সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ১১০টি মাত্র স্কুল সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এক লক্ষ ৬১ হাজার ৬৭৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্য থাকলেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩২ হাজারের মত শিক্ষককে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিস্থিতি একই রকম।

এই অবস্থা সন্তোষজনক নয়। শিক্ষার বিস্তারের মধ্য দিয়েই একটি জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। তাছাড়া, দেশে সাক্ষরের হারও দ্রুত বাড়ানো প্রয়োজন। বেকারত্ব মোচন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের মত কর্মসূচী গ্রহণের জন্যও প্রয়োজন সর্বাধিক সংখ্যক সাক্ষর মানুষ। অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনে অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ। সে প্রেক্ষিতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর সফলতার ওপর দেশের জনসাধারণের কল্যাণ নিহিত। কিন্তু গত ৩৫ বছর ধরে দেশে সাক্ষরের হার সেই অর্থে বাড়েনি। গ্রাম-গ্রামান্তরে যে বঞ্চনা-প্রতারণা, শোষণ-নির্যাতন, তার অবসানের জন্য প্রয়োজন আরও অধিক সংখ্যক মানুষের সাক্ষরতা নিশ্চিত করা।

এই প্রেক্ষিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন পরিকল্পনাকালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এবং অন্তত এই ক্ষেত্রে যাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়, জাতীয় স্বার্থে তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।